Revolutionary Nationalism / বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের প্রতি ব্রিটিশদের অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। কিন্তু ১৯২০ এর দশকের শুরুর দিকে সরকার মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনকে কার্যকর করার জন্য এক সমন্বয়ের পরিবেশ তৈরী করতে চায়।এই কারণে তারা এই সময় বহু বিপ্লবীকে মুক্তি দেয়। এরপর গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করায় বহু বিপ্লবী এই আন্দোলনের কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের নিযুক্ত করে। কিন্তু হটাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় অনেকেরই এতে মোহ ভঙ্গ হয়। এরপরই তারা এক বিকল্প পথের সন্ধান করতে থাকে। ঠিক এই সময়ই এই তরুণ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আস্তে আস্তে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরী হতে শুরু করে এবং তারা ভাবতে আরম্ভ করে যে একমাত্র হিংসাত্মক পথের মধ্যে দিয়েই ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এই বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার উত্থানের পিছনে বেশ কিছু ঘটনা চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। যেমন:-

১.)প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর **Working Class Trade Unionism** এর উত্থান বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অনেকটা শক্তি যুগিয়েছিল।

২.)বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েতদের সাফল্য বিপ্লবীদের মনোবল অনেকটা বৃদ্ধি করেছিল।

৩.)এর পাশাপাশি বিভিন্ন উপন্যাস যেমন-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর "পথের দাবি", এবং সাময়িক পত্রিকা "আত্মশক্তি", "বিজলি" প্রভৃতি বিপ্লববাদের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আমরা যদি এই সময়কার বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বিস্তীর্ণতার ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাব যে এই সময় দুটি বৈপ্লবিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। একটির কাজকর্মের সীমানা ছিল পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, ও বিহার আর অন্য আরেকটি গোষ্ঠীর কাজকর্মের সীমানা ছিল বাংলা।

প্রথমে আমরা পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের বিপ্লবী কার্যকলাপের ওপর আলোচনা করব। আলোচনার শুরুতেই বলা যায় এই অঞ্চলের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশন বা **(HRA)**।পরবর্তীকালে ইহার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় **"Hindustan Socialist Republican Association"** বা **(HSRA)**। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রামপ্রসাদ বিসমিল, যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী, এবং শচীন সান্যালের উদ্যোগে কানপুরে প্রতিষ্ঠা হয় **HRA**। ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করার জন্য এক সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করাই ছিল এই **HRA** এর প্রধান উদ্দেশ্য।

HRA এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল **Kakori Robbery**। লখনউ এর একটি অজ্ঞাত গ্রাম ছিল কাকোরি, সেখানে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশনের সদস্যরা ট্রেন ডাকাতি করে সরকারি টাকা লুঠ করেন। এরপর ব্রিটিশরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। **HRA** এর অনেক সদস্যকে এই কাজে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। রামপ্রসাদ বিসমিল, আসাফাকুল্লা, রোশন সিং, রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে এই বিষয়ে যুক্ত থাকার অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনা বিপ্লবীদের আত্মবিশ্বাসকে কিছুটা নিম্নমুখী করে দেয়।

বিপ্লবীরা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাই তারা এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে তরুন বিপ্লবীদের নিয়ে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে একটি সভা করেন।সেখানে চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে **HRA** এর নামে পরিবর্তিত হয়ে হয় " **Hindustan Socialist Republican**

Association ”(HSRA)। এখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভগৎ সিং, সুকদেব, বিজয় কুমার সিনহা, ভগবতী চরণ ভোহরা প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

এরপর যখন HSRA এর সদস্যরা যখন আস্তে আস্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ থেকে ক্রমশ সরে আসতে শুরু করেছিল ঠিক সেই সময়ই ব্রিটিশদের অত্যাচারে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু নতুন করে তাদের সেই পুরোনো পথেই অগ্রবর্তী করে দিল।এর প্রতিবাদে ভগৎ সিং ও শিবরাম দুজনে মিলে John Saunders কে হত্যা করল। তারপর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ ই এপ্রিল Central Legislative Assembly তে বোমা নিক্ষেপের দায়িত্ব দেওয়া হল ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কে। Public Safety Bill এবং Trade Disputes Bill এর যে অংশগুলিতে শ্রমিকদের স্বাধীনতা হরণের কথা বলা হয়েছিল তারই বিরুদ্ধে এই বোমা নিক্ষেপন।

এই সব ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া আরম্ভ করল। লাহোড় ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্থ হলেন ভগৎ সিং, রাজগুরু, এবং সুকদেব। এর পাশাপাশি অন্যান্য বিপ্লবীরাও বিভিন্ন মামলায় দোষী সাব্যস্থ হল। জেলে জেলে থাকাকালীন তারা জেলের ভয়ংকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে মার্চ Saunders কে হত্যা করার অপরাধে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুকদেবের ফাঁসি হয়।

এইবার বাংলার দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাব আইন অমান্য আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ই এপ্রিল ভারতের পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রামের ঘটনা সারাভারত কে সচকিত করে দেয়। এই দিন বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁর কিছু দুঃসাহসী অনুগামী চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন করেন, এবং চট্টগ্রামে এক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষনা করেন। পরে বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন ধরা পড়ে যান এবং বিচারে তাঁর

ফাঁসি হয় (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীদের মধ্যে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, জীবন ঘোষাল, অম্বিকা চক্রবর্তী ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীদেরও তিনি গুপ্ত সমিতির অভ্যন্তরে টেনে আনেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত তাঁরই দুই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মাস্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশেই প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলির ইউরোপীয় ক্লাবে আক্রমণ চালানো হয় এবং সেখানে প্রীতিলতা মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা সারা জাতির প্রাণে এক শিহরণ এনে দেয় এবং বিপ্লবী তরুণ ও দেশবাসীকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

বঙ্গীয় বিপ্লববাদের ইতিহাসে “বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ”এর সদস্য বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত তিনটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁরা তিনজনে মিলিত হয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের মূল কেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন। তাঁদের আক্রমণে কারা বিভাগের অধিকর্তা সিম্পসন নিহত হন। লালবাজার থেকে আগত বিরাট সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের গুলি বিনিময় হয়। এই যুদ্ধ “ অলিন্দ যুদ্ধ ” নামে খ্যাত। বাদল গুপ্ত ও বিনয় বসু আত্মহত্যা করলেও দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। দীনেশ গুপ্ত কে যে জর্জ ফাঁসির আদেশ দেন তাকে পরের বছর হত্যা করেন কানাইলাল ভট্টাচার্য। এই সব ঘটনা ব্রিটিশদের যথেষ্ট সচকিত করে তোলে।

এই সময় মেদিনীপুরে কর্মরত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এর সদস্যরা ব্রিটিশদের ভীত সংন্ত্রস্ত করে তোলে।১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী বিমল দাসগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষের হাতে মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডি,১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্তের হাতে জেলাশাসক বার্জ নিহত হন।১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বীনা দাস বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন কে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁ রেন। এই সব ঘটনা ভারতে কর্মরত ব্রিটিশদের আমলাতন্ত্রকে ভীত সংন্ত্রস্ত করে তোলে। কেবলমাত্র বাংলায় নয় বাংলার বাইরেও ঠিক একনাগাড়ে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকে।